২২/৮/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮....

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না। একজন ভুক্তভোগী হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। গত ৩-৮-২০০১ তারিখে ঢাকার ডেমরা থানাধীন পূর্ব বক্সনগর গ্রামের একটি মাদ্রাসার প্রভাষক (বাংলা) নিয়োগের জন্য বাছাই [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলাম। লক্ষ্য করিলাম যে, কোনো সরকারী কলেজ হইতে বাংলার কোন অধ্যাপককে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হয় নাই। এমনকি উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা ইউএনওকেও রাখা হয় নাই। তাহার পর আরও অবাক হইলাম, প্রভাষক (বাংলা) শিক্ষক নিয়োগের জন্য সত্যিকার অর্থে কোন প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় নাই। যে প্রশ্নপত্রে থাকিবে ব্যাকরণ, সাধারণ জ্ঞান এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন অথচ সেসব কিছুই না করিয়া সকল পরীক্ষার্থীকে বলা হইল, 'লিখুন, ইসলামী জাগরণের কবি ফররুখ আহমদের জীবনী।' ইহাই একমাত্র প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর লেখা হইলে বলা হইল ফলাফল পরে জানান হইবে। পরে কবে তাহার কোন উত্তর দেওয়া হইল না। খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলাম, মাদ্রাসা সুপারের এক আত্মীয়কে আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে প্রভাষক (বাংলা) হিসাব নিয়োগের জন্য। এই পরীক্ষা শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য নেওয়া। পরিশেষে, বিষয়টির তদন্তসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রহসন দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে আকুল আবেদন জানাইতেছি।

নূর আলম বিপ্লব,
গ্রামঃ পূর্ব ডগাইর,
ডাকঘরঃ সারুলিয়া বাজার,
ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১।